নষ্ট – শেখ ফয়জুর রহমান

তিক্ত কথায় সভা নষ্ট ,
ফসল নষ্ট শিলে ।
ঘোরাফেরায় ছাত্র নষ্ট ,
কাঁঠাল নষ্ট কিলে ।

অতি খাওয়ায় পেটটা নষ্ট ,
ময়লায় নষ্ট নদী ।
উৎপীড়নে রাজ্য নষ্ট , নষ্ট রাজার গদি ।

মেয়াদ শেষে পণ্য নষ্ট , আলপথ নষ্ট জলে ।
রোদে- কাটা সবজি নষ্ট ,
বরফ নষ্ট গলে ।

নষ্ট চিন্তায় সমাজ নষ্ট ,
নষ্ট সবার মাথা ।
নষ্ট মাথা পষ্ট করতে
নষ্ট হল ছাতা ।

ছেলে হবে নেতা – মোঃ আতিকুর রহমান

ঘরে মায়ের ভাত জোটে না
ছেলে হবে নেতা
তাই না দেখে মায়ের বুকে
বাড়ে ভীষণ ব্যথা।

মায়ের বারণ শোনে না সে এদিক ওদিক ছোটে
বড় নেতার গুনের গান যে থাকে সদা ঠোঁটে।

লোকের বাড়ি কর্ম করে মায়ে যোগায় আহার
ঘরে এসেই খায় সে মায়ের জোগাড় করা খাবার।

হঠাৎ সেদিন ধরলো মাকে একটা কঠিন রোগে
বিনা সেবায় মরলো সে মা
কঠিন রোগে ভুগে।

মা হারিয়ে বুঝলো ছেলে
সবই ছিলো বৃথা
মায়ের দুঃখে এখন যে তার
বুকে জ্বলে চিতা।

তবুও জীবন – নাসরীন জামান

তারা ঝিলমিল আকাশের নীল
মনের আকাশে মেঘ
রংধনু হাসে বৃষ্টিবিলাসে
দু’চোখে জলের বেগ।

রোদে ঝলমল পুকুরের জল
বুকে টলমল দুখ
রক্তকমল পাপড়ি কোমল
সুখ খুঁজি তাতে সুখ।

প্রভাতিয়া রবি আঁকে রাঙা ছবি

চোখে নামে কালো রাত
ধবল জ্যোৎস্না প্রেমজ্যোতি কণা মন তাতে পাতে হাত।

গোধূলিয়া বেলা খেলে রং খেলা জীবন সাজে না আর
কবিতার কবি আঁকে সেই ছবি
কথা তার ব্যথাভার।

সোনারোদ হাসে সুখতরী ভাসে
আসে না নতুন ভোর
তবুও জীবন দেখে যে স্বপন
প্রেমে বাঁধা বাহুডোর।

মায়ের আদর – বিধান

বৃষ্টির দিনে ঘরে আমি
লিখতে বসি ছড়া,
ডাক দিল মা তখন আমায়
নাড়লো দরজার কড়া।
দরজা খুলে দেখলাম আমি
মায়ের মুখের হাসি,
বলছি মাগো তোমায় আমি অনেক ভালোবাসি।
পাগল ছেলে বলে মা যে বুকে টেনে নিলো,
মায়ের আদর পেয়ে আমার দু:খ যে দূরে গেলো ।

এ-দেশ আমার সকল জাতির – সোমা মুৎসুদ্দী

এদেশ আমার সকল জাতির
সকল সম্প্রদায়ের।
এদেশ আমার পূর্ব পুরুষ
বাবা এবং মায়ের।

এদেশ আমার ঈদ ও পূজার মিলেমিশে খুশি ভাগ।
এদেশ আমার লাখো শহীদের
জয় বাংলার ডাক।

এদেশ আমার হিন্দু মুসলিম
বৌদ্ধ ও খৃষ্টানের।
এদেশ আমার পাহাড় নদী
পাখির কলতানের।

স্বপ্ন দেখুক – শিমুল হোসেন

কূল ভেঙে নয়,
ভুল ভেঙে যাক
মন ভেঙে নয়, হৃদয়ে হৃদয়
মানবপ্রীতির বাঁধ ভেঙে যাক।
আলো সেতো নয়,
আঁধার কাটুক
ভোরের আলোয় সব মানুষের হিংসা বিভেদ দ্বন্দ্ব কাটুক। নীল রঙে নয়,
সবুজে ভরুক

পৃথিবীর সব মজলুম জাতি
এক হয়ে আজ স্বপ্ন দেখুক।

---

# মৃত্তিকা ও মমি – নূর এ সিকতা

ক্ষয়ে যাক এই দেহ , সোনার বাংলায় ;
পচন ধরুক প্রতি অঙ্গে অঙ্গে , ছুঁইয়ো না কেউ।
আমি মৃত্তিকার পরশ পেতে মিশে যেতে চাই
এই বাংলার আনাচে কানাচে যখন তখন।
আমি উর্বশি ,আমি কাঙ্গালি ,
আমি মৃত্তিকা হতে চাই।
জন্ম দিতে চাই আরেক টা প্রাণ ,
মমি নই , মৃত্তিকা হয়ে।
যারা অমরত্ব চায় , আমি তাদের দলে নই ;
আমি বেঁচে থাকার জন্য কর্ম খুঁজি ,
মানুষের সেবা করি ,মানবিকতা আকড়ে ধরি।
আমার অমরত্ব মানুষের মনে ,মৃত্তিকার সনে ,
অভেদ্য , অলৌকিক শক্তি মমিতে নয়।

---

# মানুষই আনবে শান্তি – পারভীন আকতার

মুসলমান ,হিন্দু ,খ্রিষ্টান আর বৌদ্ধ
ধর্ম লেবাসে চলছে মানুষ শুদ্ধ অশুদ্ধ।

গাঁজায় যখন মুসলিম শিশু ঝরায় রক্ত, কোথায় থাকে তখন বুজুর্গ আর ভক্ত? খাওয়ার সময়তো হিসেব নিকেশ নাই,
মুখের কথার ব্যালেন্সও যেন শকুনে খায়। সুবিধাবাদী ইসলাম চুষে ফায়দা লুটছে, প্রতিবাদের ঝড়ে অন্যদেশ তেলে ফুটছে। ইসরায়েলের চালে বের হয় না আমেরিকা,
তখন তালেবানী ইহুদি খুঁজে বিমানের পাখা! রোহিঙ্গা মরে মায়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষু খুশি, বৌদ্ধ মন্দির ভাঙলে তখন মারে কপালে ঘুষি। বাংলায় যখন খেতে পায় না অমানুষের দল, বৈশ্বিক দুষ্ট রাজে করে দেশ বরবাদের ছল। মুখে দেয় সম্প্রীতি আর অসাম্প্রদায়িক ভাষণ, কাজেকর্মে স্বজাতি বহালে দেয় সর্বোচ্চ আসন। বগলে খুঁতখুঁতি দিয়ে হাসতে নেইকো মানা, তোমরা কি মনে করে সব মানুষই কানা? মুসলমানের আযান শুনে কে দেয় উলুধ্বনি? জেলের মাছ খায় না মুসলিম তাতো শুনিনি!
রাম রহিমের সিনেমা দেখে জীবন হলো শেষ,
এখন দেখি রোমিও জুলিয়েট ভাবে আছে বেশ! হত্যার বদলে হত্যা,আগুনের বদলে আগুন, মাল্টার বদলে টমেটো বাগান আনে যেন ফাগুন!

ওযু করে দেখে জি বাংলায় সিঁদুরের যত কথা, গোপালভাঁড়ের কান্ড দেখে হেসে উঠে ব্যথা! দাঙ্গা করে শরীফ লোকের ছায়া যত শিকারী, কলের পুতুল মজা করে খাচ্ছে কচি নেহারী। বিদ্বেষের তীর ধনুক অগ্রে ধর্মে বাঁধায় কারা? তারা কোন ধর্মের নয়;উৎরে যাওয়া ভাঁড়া। মানুষ পরিচয়ে মানুষই ঘটাবে সুমতি বিষ্ময়, শান্তির বারতা বিশ্বে মানুষই আনবে নিশ্চয়।

জল নূপুর – গোলাম আযম

জল নূপুরের তালে তালে
বৃষ্টি খেলা করে,
মায়াবী এই দৃশ্য দেখে
মনটা নড়েচড়ে।
পদ্মপাতার উপরেতে
শিশির টলমল,
চাঁদের মতো দেখে হাসে
খোকাখুকির দল।
জল নূপুরের শ্রুতিমধূর
ধ্বনি যখন শুনি,
ধ্বনি শুনে মনের কোণে
স্বপ্ন হাজার বুনি।

হীম সকাল বেলা – মোঃসুজন মাহামুদ খান

ঠিকানা, নাগরপুর, টাংগাইল।
হীম সকাল বেলা
দিদি হেটে য়াই ,
ঘাসের মাথায় শিশির বিন্দু
দিদি মাথায় বিশাত শিন্দু। দিদি এদিক সেদিক চাই সজলের মনে দিদির কথা গায়, সজল চলছে সরল পথে
তাই দেখে দিদি
চলছে উল্টা পথে।
সজল মানুষটা সহজে

হিন্দু মেয়েদের প্রেমে পড়ে যাই , হীম সকাল বেলা
তাই তো দিদির মাথা গরম হয়ে যাই ।